১৩.১৯।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-৪(৩) ঋণপত্র/মূসক-বাস্তঃ (সেবা ও আবঃ)/৯৯/১১৬২(৪৬), তারিখঃ ০৩/০৮/২০০২

অফিস স্মারক

বিষয় : **ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত কমিশন, ফি, চার্জের ওপর মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ প্রসঙ্গে দিকনির্দেশনা।**

২০০২-২০০৩ অর্থবছরের বাজেটে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এসআরও নং ১১৭-আইন/২০০২/৩৪২-মূসক, তারিখ : ০৬/০৬/২০০২ইং এর মাধ্যমে "ঋণপত্র সেবা প্রদানকারী" শীর্ষক সেবাকে "ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী" হিসেবে চিহ্নিত করে সেবার কোড S০৫৬.০০ এর আওতাভুক্ত করা হয়। ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক, দেশীয় বা বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা যিনি কমিশন, ফি বা চার্জের বিনিময়ে ব্যাংকিং সেবা (যথা : ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা, ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু, ডিমান্ড ড্রাফট, পে-অর্ডার, টিটি, এমটি ইত্যাদি সেবা) প্রদান করে থাকেন তাকেই ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

০২। উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী হিসেবে সকল প্রকার সেবা প্রদানের বিপরীতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের ওপর (কমিশন, ফি বা চার্জ) ১৫% হারে এই মূসক পরিশোধ করতে হবে। এতদুদ্দেশ্যে ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত মানি রিসিপ্ট/ভাউচার মূসক-১১ চালানপত্র হিসেবে গণ্য হবে। তবে বিভিন্ন খাতে ঋণ প্রদান করে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে সুদ আহরণ বা বিভিন্ন প্রকার সঞ্চয়ের বিপরীতে যে সুদ প্রদান করে তার ওপর মূসক প্রযোজ্য হবে না। পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে "ঋণপত্র সেবা প্রদানকারী" শীর্ষক সেবার আওতায় শুধুমাত্র "ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা" সংক্রান্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত কমিশন-এর ওপর মূসক প্রদান করতে হতো। বর্তমানে এটি "ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী" হিসেবে শিরোনামা পরিবর্তন করে সেবার পরিধি বিস্তৃত করা হয়েছে মাত্র। আদায়কৃত মূসক, কেন্দ্রীয়ভাবে সরকারি ট্রেজারিতে জমা প্রদান ও রিটার্ন দাখিল সংক্রান্ত বিষয়গুলো পূর্বের নিয়মেই সম্পাদন করতে হবে।

(মোঃ শওকাত হোসেন)
দ্বিতীয় সচিব (মূসক)

উৎস : মূল কপি।

১৩.২০।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা

নথি নং-২৬(২) মূসক বাস্তঃ সেবা ও আবঃ/৯৩(অংশ-১)/১২৮৭ তারিখ : ৩১/১২/২০০২

বিষয় : **বীমা পলিসি কিংবা বীমা প্রিমিয়াম ও মূসক পরিশোধ সংক্রান্ত চালানপত্র (Money Receipt) ব্যতিরেকে শুধু Open cover note এর ভিত্তিতে পণ্য চালান শুল্কায়ন না করা প্রসঙ্গে।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এমর্মে অবগত হয়েছে যে, বিভিন্ন শুল্ক ভবন ও শুল্ক স্টেশনে আমদানিকৃত পণ্য চালানের শুল্কায়নকালে কতিপয় ক্ষেত্রে বীমা পলিসি বা বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমাণপত্র ব্যতিরেকেই কেবলমাত্র বীমার সুনির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ আমদানি মূল্যের সঙ্গে সংযোজন করে শুল্কায়যোগ্য মূল্য নির্ধারণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে উক্তরূপ আমদানিকৃত চালানের ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে বীমা পলিসি সংগ্রহ করা হয় কিনা কিংবা বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ করা হয় কিনা তা যাচাই করা হয় না। এমনকি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে সূত্রোক্তপত্র জারির পরেও স্ট্যাম্পযুক্ত বীমাপত্র ব্যতিরেকে পণ্য শুল্কায়ন করা হচ্ছে। এরূপ পদ্ধতি চালু থাকায় আলোচ্য ক্ষেত্রে বীমা পলিসি গ্রহণ করা হচ্ছে না এবং বীমা প্রিমিয়াম অপরিশোধিত থাকায় সরকার বীমা পলিসির ওপর মূল্য সংযোজন কর খাতের প্রদেয় বিপুল পরিমাণ রাজস্ব প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

০২। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট সকলকে বীমা পলিসি ব্যতীত কিংবা বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ সংক্রান্ত প্রমাণ বা চালানপত্র (Money Receipt) ব্যতিরেকে কোনো প্রকার আমদানি চালান শুল্কায়ন না করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানানো হলো। এ বিষয়ে শুল্কায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের যথাযথ আদেশদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আদিষ্ট হয়ে আপনাকে অনুরোধ করা হলো।

আপনার অনুগত,
[হোসাইন আহমেদ]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক : বাস্তবায়ন)

উৎস : মূল কপি।

১৩.২১।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

নথি নং-৭(৮)মূসক- নীঃ ও বাঃ/২০০৭/৪০৩(১-৮) তারিখ : ১৩/১১/২০০৭

বিষয় : **বিক্রয়ের ওপর খুচরা ভ্যাট প্রদান ও পণ্যাগার এর অনুকূলে সেবার কোড নং ০০৫.০১ এর আওতায় নিবন্ধন গ্রহণ বিষয়ে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানকল্পে বোর্ডের দিক-নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

সূত্র : বাংলাদেশ পেপার ইম্পোটার্স অ্যাসোসিয়েশনের ০৬/০৮/২০০৭ তারিখের আবেদনপত্র। উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। কাগজ বিক্রয়ের ওপর ভ্যাট (খুচরা পর্যায়ে) ও দ্বৈত কর সমস্যা সমাধানকল্পে বাংলাদেশ পেপার ইম্পোটার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিপিআইএ) এর সূত্রোক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (মূসক) জনাব মোহাম্মদ আলমের সভাপতিত্বে গত ২৬/০৯/২০০৭ তারিখে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিপিআইএ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, তাঁদের বিক্রয় কেন্দ্রের আয়তনের স্বল্পতার কারণে তাদেরকে মজুদ পণ্য সংরক্ষণের জন্য আলাদাভাবে পণ্যাগার (গোডাউন) ব্যবহার করতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পণ্যের মালিকের নিজস্ব পণ্যাগার না থাকায় তাদের পণ্যাগার (গোডাউন) ভাড়া করতে হয়। চলতি অর্থবছরের বাজেটে (২০০৭-০৮) পণ্যাগার সেবাকে নিবন্ধনের আওতায় আনা হলেও পণ্যাগারের মালিকরা নিবন্ধন গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে মর্মে তাঁরা উল্লেখ করেন। একইসাথে তাঁরা তাঁদের বিক্রয়কেন্দ্র এবং পণ্যাগার ভিন্ন ভিন্ন মূসক সার্কেলে অবস্থিত হলে ক্ষেত্রবিশেষে নিবন্ধন